বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-১৭

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সবার আগে নাগরিক

PUTTING CITIZENS FIRST

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭

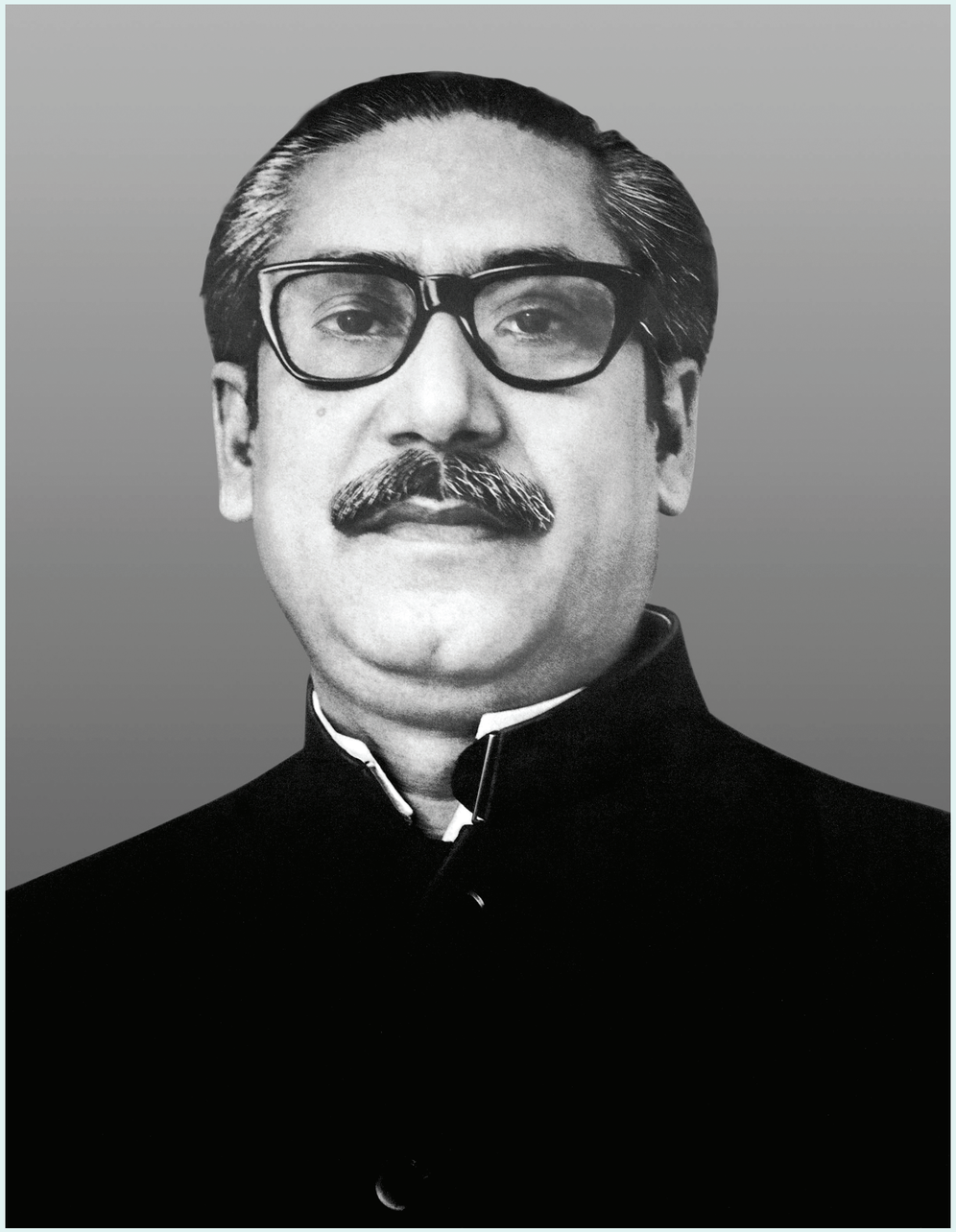

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সদস্যবৃন্দ

মোহাম্মদ আলী নেওয়াজ রাসেল
উপপরিচালক (গবেষণা)

দেবব্রত চক্রবর্তী
পরিচালক (গবেষণা ও সক্ষমতা বিকাশ)

মোহাম্মদ কামরুল হাসান
উপপরিচালক (যোগাযোগ)

মোঃ আবদুল হালিম
মহাপরিচালক

প্রফেসর ড. গওহর রিজভী
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা

ইসমাত মাহমুদা
পরিচালক (উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন)

মোঃ রোকন-উল-হাসান
উপপরিচালক (সক্ষমতা বিকাশ)

হাসিনা বেগম
উপপরিচালক (উদ্ভাবন)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে
জনপ্রশাসন পদক ২০১৬
গ্রহণ করছেন জিআইইউ'র
মহাপরিচালক
জনাব মোঃ আবদুল হালিম

জনপ্রশাসন পদক ২০১৬

জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ অর্জনের পর গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট

বার্ষিক প্রতিবেদন

সূচিপত্র

১৬. বাল্যবিবাহ নিরোধে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর উদ্যোগ ও অর্জনসমূহ

২৬. সিটিজেন'স চার্টার বিষয়ক জিআইইউ এর ২০১৬-১৭ সালের কার্যক্রমের চিত্র

২৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA)

৩২. বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন (Annual Performance Appraisal Report-APAR)

৩৬. ২০১৬ - ২০১৭ অর্থবছরে ঈদ-উল-আযহায় নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানিকালের চিত্র

৪০. জাতীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো (National Governance Assessment Framework-NGAF)

৪৪. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন বিষয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর বিভিন্ন কার্যক্রম

৪৮. 'দক্ষতা ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন

৫৪. গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক প্রেরিত সংস্কারমূলক সুপারিশসমূহ

৬৪. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

বাল্যবিবাহ নিরোধে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর উদ্যোগ ও অর্জনসমূহ

নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার বাল্যবিবাহ নিরোধ। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুসারে বাংলাদেশে পুরুষ ও নারীদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছর। নারী বা পুরুষ কারো বয়স আইনে নির্ধারিত বয়সের চেয়ে কম হলে সে বিয়ে বাল্যবিবাহ হিসাবে গণ্য হয়। নারী বা পুরুষ যার ক্ষেত্রেই ঘটুক না কেন, বাল্যবিবাহ মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড গার্ল সামিটে বাল্যবিবাহ নিরোধে সুনির্দিষ্ট তিনটি অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এছাড়া জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট - ৫' এ লিঙ্গসমতা অর্জন এবং কন্যাশিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন এর আওতায় লক্ষ্য- ৫.৩ এ শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ ইত্যাদি অশুভ প্রবণতা এবং এর ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্যগত ও সকল ক্ষতিকর প্রভাব নির্মূলকরণ এর বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। বাল্যবিবাহ নিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) এর একটি টিম ২০১৪ সাল থেকে উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধে কাজ করে আসছে।

বাল্যবিবাহ নিরোধে কার্যক্রম শুরুর সময়ে জিআইইউ এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘাত বিভাগ (Department of Peace and Conflict) এর মাধ্যমে 'বাল্যবিবাহ নিরোধে জিআইইউ'র উদ্যোগ: সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সচেতনতা

পর্যালোচনা' শীর্ষক একটি গবেষণা সম্পন্ন করে। এ গবেষণা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে মতবিনিময়ের আলোকে জিআইইউ বাল্যবিবাহের জন্য কিছু কারণ চিহ্নিত করে ও উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধে একটি মডেল প্রস্তুত করে। এ মডেলের প্রতিপাদ্য বিষয় হল, সরকার কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত নিকাহ্ রেজিস্ট্রারবৃদ ছাড়াও এমন কিছু ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন (যেমন মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, মৌলভি, পুরোহিত, ঠাকুর, চার্চের ফাদার, শিক্ষক ইত্যাদি) যাঁরা বিবাহের ধর্মীয় আচার পালনের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন; সাধারণভাবে যা 'বিবাহ পড়ানো' বলে পরিচিত। এ বিষয়টি চিহ্নিতকরণের পরিপ্রেক্ষিতে জিআইইউ'র নিকট প্রতিভাত হয় যে, নিকাহ রেজিস্ট্রারগণের তালিকা সরকারের নিকট থাকলেও এরূপ ব্যক্তিবর্গের কোন তালিকা সরকারের নিকট নেই। এর পরিপ্রেক্ষিতে জিআইইউ মাঠ প্রশাসনের সহায়তায় এরূপ ব্যক্তিবর্গের একটি ডাটাবেজ প্রণয়ন করে। এ ডাটাবেজ অনুসারে এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা ৬৪,৯৩৬ (চৌষট্টি হাজার নয়শত ছত্রিশ)। এছাড়া নিকাহ রেজিস্ট্রারের সংখ্যা প্রায় ৭,০০০ (সাত হাজার)। সুতরাং ডাটাবেজ প্রণয়নের ফলে বিবাহ সম্পাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত এরূপ ৭২,০০০ (বাহাত্তর হাজার) ব্যক্তির তথ্য সরকারের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য (available) হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিআইইউ বাল্যবিবাহ নিরোধে এই ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ বুকলেট প্রকাশ করে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উক্ত বুকলেটের ২য় সংস্করণ প্রকাশ করে।

পূর্ববর্তী বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও জিআইইউ এ ব্যক্তিবর্গের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা (যেমন: উপপরিচালক - স্থানীয় সরকার, জেলা রেজিস্ট্রার, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা) এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, নিকাহ রেজিস্ট্রারসহ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা/ সেমিনারের আয়োজন করেছে। উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিআইইউ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রাজশাহী বিভাগকে নির্বাচন করে। অতঃপর বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী-এর সহযোগিতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. গওহর রিজভীর উপস্থিতিতে রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন সকল জেলার জেলা প্রশাসক ও সকল (৬৭টি) উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দের উপস্থিতিতে প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ (Training of Trainers - ToT) আয়োজন করা হয়। উক্ত ToT সমাপনান্তে পরবর্তীতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দের সহযোগিতায় রাজশাহী বিভাগের

আওতাধীন ৬৭টি উপজেলায় ডাটাবেজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। নিম্নে এ বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিআইইউ কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/ কর্মশালার একটি চিত্র তুলে ধরা হল:

তারিখ/ সময়কাল	পদবি	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২২ অক্টোবর ২০১৬	উপপরিচালক স্থানীয় সরকার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা রেজিষ্ট্রার, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপপরিচালক ইফা, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি	৬৫
২৯ অক্টোবর ২০১৬	উপপরিচালক স্থানীয় সরকার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা রেজিষ্ট্রার, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপপরিচালক ইফা, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি	৬৪
জুলাই ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬	মহাপরিচালক জিআইইউ কর্তৃক প্রতি জেলা থেকে একজন কর্মকর্তাকে বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান	৬৪
১৭ ও ২৯ জানুয়ারি, ২০১৭	২১ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকবৃন্দ	(১০+১১) = ২১
১২ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭	২০ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকবৃন্দ	(১০+১০) = ২০
২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭	বিবাহ নিবন্ধক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি	২৫
১২ ও ১৯ মার্চ, ২০১৭	২৮ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকবৃন্দ	(১৬+১২) = ২৮
২৯ এপ্রিল, ২০১৭	রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা, সকল জেলা প্রশাসক, উপজেলা অফিসার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	৯০
২ মে - ৩১ মে, ২০১৭	রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলার ৬৭টি উপজেলার ডাটাবেজভুক্ত ব্যক্তিবর্গ, সরকার নির্ধারিত বিবাহ নিবন্ধক ও সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে প্রতি উপজেলায় ৭০ জন হিসাবে মোট	৪,৬৯০
১১ জুন, ২০১৭	মন্ত্রী, সচিব, বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ, এনজিও ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া	৭০
	সর্বমোট	**৫,১৩৭ জন**

উল্লিখিত প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা ছাড়াও মহাপরিচালক, জিআইইউ দাপ্তরিক সফরে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৩টি জেলার পাঁচ হাজারের বেশি অংশগ্রহণকারীর (৫,০৯৫ জন) সাথে উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- ইউনিসেফ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত অনুযায়ী ১৮ বছরের নীচে বাল্যবিবাহের হার ২০১১ সালে ৬৬%, ২০১৫ সালে ৫২% এর স্থলে ২০১৬ সালে ৩৫% এ নেমে এসেছে।
- অনুরূপভাবে ১৫ বছরের নীচে বাল্যবিবাহের হার ২০১১ সালে ২৯% ও ২০১৫ সালে ১৮% এর স্থলে ২০১৬ সালে ৭% এ নেমে এসেছে।

১৫ বছর এবং ১৮ বছরের কম বয়সীদের বিবাহের ধারা

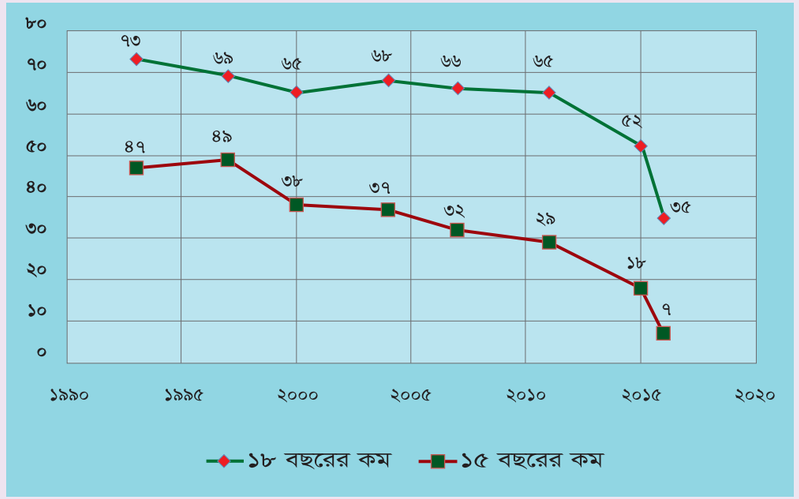

লেখচিত্র ১

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা কর্তৃক অর্জন

- ২৫৪২টি (ক্রমপুঞ্জিভুত) ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়েছে (স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়);
- ২০১৩ , ২০১৪ , ২০১৫ ও ২০১৬ সালের নিবন্ধিত বিবাহ ও তালাকের তথ্য সংগ্রহ (আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়);
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন ও এর মাধ্যমে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ প্রণয়নের মাধ্যমে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাসহ বহু কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের বাল্যবিবাহ বন্ধের এবং বাল্যবিবাহ সংঘটিত হলে মামলা দায়েরের ক্ষমতা প্রদান (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়);
- জন নিরাপত্তা বিভাগ ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পুলিশ -এর অর্জন:
  - মাঠ পর্যায়ে বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠান সম্পর্কিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বাল্যবিবাহ নিরোধকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিভুক্তকরণ (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ);
- প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, জিআইইউ-এর উদ্ভাবন অনুসারে বিবাহ সম্পাদনকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রংপুর বিভাগে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে;
- বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অর্জন:
  - বাল্যবিবাহ নিরোধ কর্মপরিকল্পনা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ভুক্ত হয়েছে;
  - জেলা ও উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভায় অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়; বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে আসা;
  - জেলা/ উপজেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত করার কৌশল গ্রহণ;
  - ২০১৩ থেকে ২০১৬ সালে ৩৮৬৮৪টি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ।

বিবাহ নিবন্ধনের চিত্র

বিভাগ	২০১৩ সাল	২০১৪ সাল	২০১৫ সাল	২০১৬ সাল
ঢাকা	১৫৬৪৩৯	১৬২৯৩৩	১৫২০৯৮	১৪৪৪২৫
চট্টগ্রাম	২১১৪৪১	২২৪৭৯১	১৫৪৬৮৬	১৯০৬৫৮
রাজশাহী	১১০২৯৬	১১৬০৯২	১০৮৪৯৯	৮৪৩১৫
খুলনা	৮৮৮১১	৮৯০২৫	৭৮৫৬০	৭০৩৮৪
সিলেট	৪৭৪৭০	৪৯৫০৫	৫৫৯৫২	৪৯৯৫৫
বরিশাল	৪৯৩১৫	৫৪২৩৫	৫২৪৩২	৫২৩২৫
রংপুর	৭৬৭৯৩	১০৪৪১৪	৬১০০৭	৭১৬৮১
ময়মনসিংহ	৪৯৪৩০	৫৭৪৬৯	৫৭৯০৮	২৮৮৯৯
সর্বমোট	**৭৮৯৯৯৫**	**৮৫৮৪৬৪**	**৭২১১৪২**	**৬৯২৬৪২**

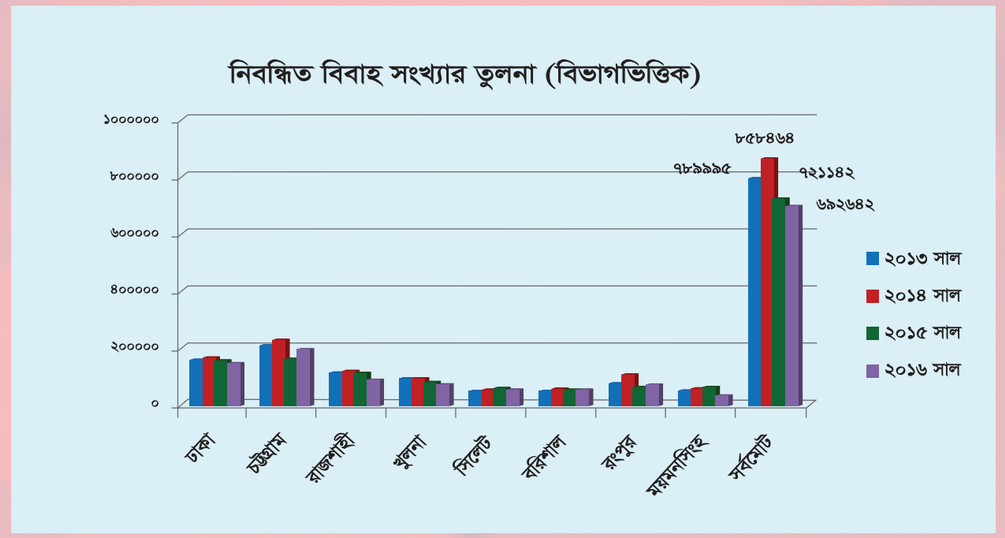

লেখচিত্র ২

প্রতিরোধকৃত বাল্যবিবাহের চিত্র

বিভাগ	২০১৩ সাল	২০১৪ সাল	২০১৫ সাল	২০১৬ সাল
ঢাকা	৫০১	৭২০	৭৯০	৮৭১
চট্টগ্রাম	৪৮৬	৭৭২	১১৮৩	৭৫২
রাজশাহী	৭৭৫	৯২২০	১০৪৮৩	৯৩৯
খুলনা	৫৫২	৯৩৬	১৩২১	১৬০৫
সিলেট	১২৬	১৮৮	২১০	১১২
বরিশাল	২৬০	৪৫০	৫২৪	৩৭১
রংপুর	৫৬৬	১০৪৮	১১৯৪	৯২৯
ময়মনসিংহ	০	০	০	৮০০
সর্বমোট	**৩২৬৬**	**১৩৩৩৪**	**১৫৭০৫**	**৬৩৭৯**

(সূত্রঃ বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট বিভাগ)

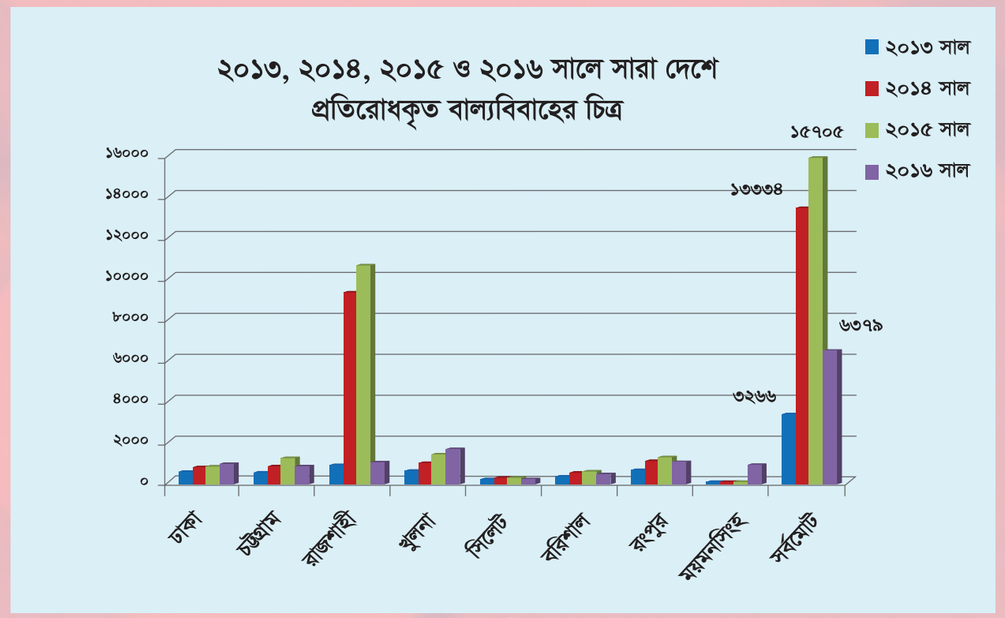

লেখচিত্র ৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার বিষয়ে ২০১৪ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত গার্ল সামিটে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন

জিআইইউ-এর উদ্যোগের স্বীকৃতি

বাংলাদেশে কানাডিয়ান হাই কমিশন বাল্যবিবাহ নিরোধ কার্যক্রমে সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটকে ২০১৬ সালে বিশেষ স্বীকৃতি প্রদান করে।

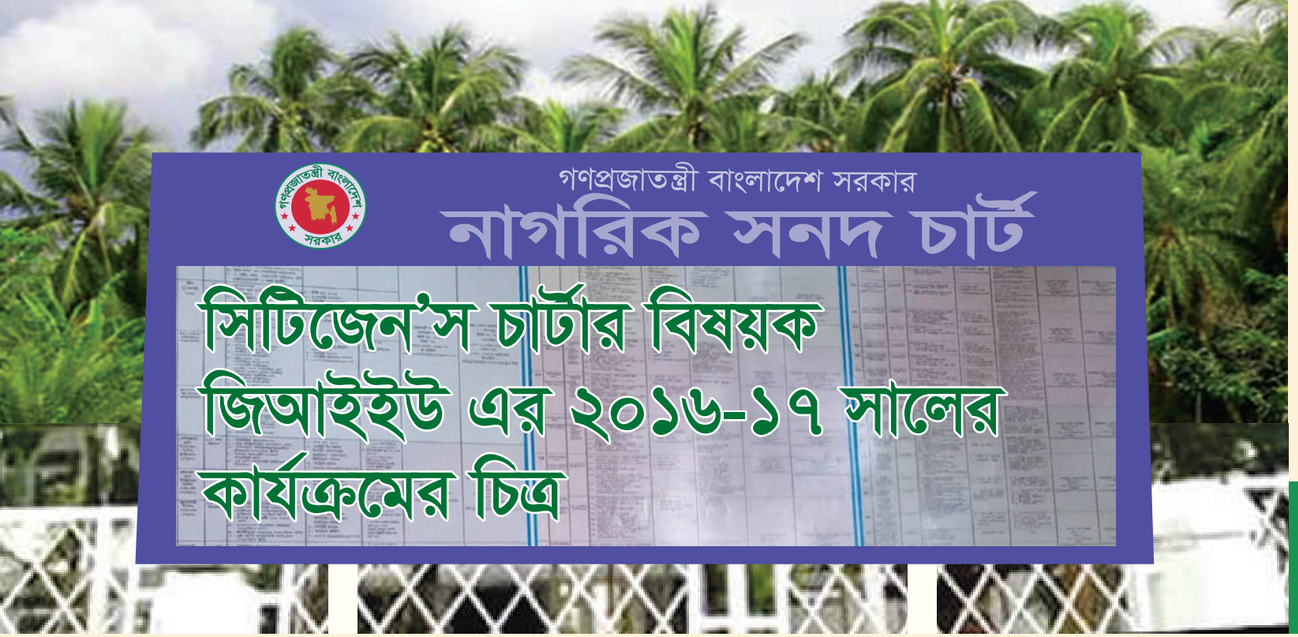

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নাগরিক সনদ চার্ট

সিটিজেন'স চার্টার বিষয়ক জিআইইউ এর ২০১৬-১৭ সালের কার্যক্রমের চিত্র

জনবান্ধব সিটিজেন'স চার্টার প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৯টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, ২১টি দপ্তরের মোট ১০২ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া ২০১৪ সালের মার্চ হতে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সিটিজেন'স চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭টি জেলায় ৫০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এ অর্থবছরে মহাপরিচালক জিআইইউ ৩৩টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গমন করে ২০০০ এর বেশী কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাগরিক সনদ বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখেন।

ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সিটিজেন'স চার্টার প্রণয়ন জন্য একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সেবাসমূহকে সেবাগ্রহীতা বান্ধব করার লক্ষ্যে ২৩২ ধরনের সেবা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সিটিজেন'স চার্টার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। গবেষণা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের জন্য প্রশিক্ষণের মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হ্যান্ডবুকের উল্লেখযোগ্য বিষয়াবলী

- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বা নাগরিক সনদের উপাদানসমূহ
- সময়াবদ্ধ সেবা প্রদানের গুরুত্ব
- জনবান্ধব মানসিকতা তথা উন্নত গণখাত সংস্কৃতি
- নাগরিক সনদ বা সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়নের নির্দেশিকা
- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায় চিহ্নিতকরণ
- অন্তরায় উত্তরণের উপায়
- নাগরিক সনদ বাস্তবায়নের ফলে দপ্তরসমূহের সুবিধাসমূহ
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রদান করা হয় এমন ২৩২টি সেবার তালিকা
- নমুনা সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বা নাগরিক সনদ

বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি
(Annual Performance Agreement-APA)

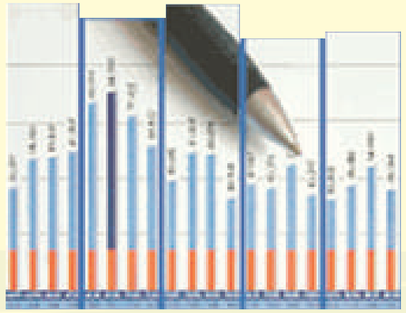

সরকার রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য পারফরম্যান্স ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তির (Annual Performance Agreement-APA) মাধ্যমে সরকারি অফিসসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জিআইইউ চুক্তি প্রণয়ন, চুক্তির পরিবীক্ষণ বিষয়ক নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন ৫টি সংস্থা (বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ কর্তৃপক্ষ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড) ও আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানওয়ারি কার্যকর বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি সংস্থার সাথে পৃথক পৃথক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের ফল হিসেবে সংস্থা সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তির (Annual Performance Agreement-APA) তে নিম্নলিখিত গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে:

ক. সংস্থা কেন্দ্রিক সঠিক কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objective) নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছে।

খ. বিগত বছরের অর্জন ও চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করে সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।

গ. সংস্থা সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসম্পাদন সূচক (Key Performance Indicator) নির্ধারণ ও তার জন্য উপযুক্ত মান বরাদ্দ করেছে।

ঘ. ইনপুট নির্ভর কর্মসম্পাদন সূচকের পরিবর্তে ফলাফল নির্ভর কর্মসম্পাদন সূচকের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (Annual Performance Agreement-APA) বিষয়ে জিআইইউ এর নিয়মিত গবেষণার ফলাফল হিসেবে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তির কাঠামোতে নিম্নবর্ণিত পরিবর্তন আনা হয়েছে:

ক. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিদ্যমান কাঠামোর সেকশন ৩ সংস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসম্পাদন সূচক (Key Performance Indicator) অন্তর্ভুক্তকরণ। এর ফলে কোন সংস্থার সার্বিক কর্মকৃতি সহজে দৃশ্যমান করা সম্ভব হয়েছে।

খ. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিদ্যমান কাঠামোর সেকশন ৩ এর মূল সারণিতে গৃহীত কর্মকান্ড/ কর্মসম্পাদন সূচক কোন ভিত্তিতে গ্রহণ করা হলো তা সুনির্দিষ্ট করার জন্য একটি কলাম সংযুক্ত করা হয়েছে।

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4		Column 5	Column 6					Column 7	Column 8	
Strategic Objectives	Weight of Strategic Objective	Activities	Performance Indicators (PI)	Unit	Weight of PI	Target / Criteria Value					Name of the document from where the activity/ PI has been selected (FYP/SDG/Policy/etc)	Evaluation	
						Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor		Achievement	Score

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংশোধন করার ক্ষেত্রে জিআইইউ এর সুপারিশকৃত নীতিমালা

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংশোধন নীতিমালা

ক) বিশেষ (সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আইন/ নীতি/ কৌশল পরিবর্তনের কারণে) ক্ষেত্রে সংস্থাসমূহের কৌশলগত উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ ও জিআইইউ এর সম্মতি সাপেক্ষে পরিবর্তন করা যাবে;

খ) সংস্থাসমূহ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আইন/ নীতি/ কৌশল পরিবর্তেনের ক্ষেত্রে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস/ বৃদ্ধি করতে পারবে; তবে শর্ত থাকে যে, কোন লক্ষ্যমাত্রার হ্রাসের পরিমাণ সাধারণ ক্ষেত্রে অনধিক ৫% এবং বিশেষ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০% হবে;

গ) অনুচ্ছেদ 'খ' এর বিধান সাপেক্ষে সংস্থা প্রধান কোন লক্ষ্যমাত্রার বৃদ্ধি এবং অনধিক ৫% কোন লক্ষ্যমাত্রার হ্রাসের অনুমোদন প্রদান করতে পারবে, তবে এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ ও জিআইইউ কে অবহিত করতে হবে;

ঘ) অনুচ্ছেদ 'গ' এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য যে কোন লক্ষ্যমাত্রার হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ ও জিআইইউ এর সম্মতি প্রয়োজন হবে;

ঙ) আবশ্যিক উদ্দেশ্যের আওতাধীন কোন লক্ষ্যমাত্রা/ আপেক্ষিক মান (weight) পরিবর্তন করা যাবে না;

চ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কোন কৌশলগত উদ্দেশ্যের আপেক্ষিক মান (weight) পরিবর্তন করা যাবে; তবে শর্ত থাকে যে, এ হ্রাস/ বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ ১০% হবে এবং আপেক্ষিক মান (weight) পুনঃবন্টন (rearrange) করার ক্ষেত্রে সংস্থার কাজের গুরুত্ব ও প্রাধান্য বিবেচনা করতে হবে।

ছ) অনুচ্ছেদ 'চ' এর বিধান সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধান বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কোন কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতাধীন কর্মসম্পাদন সূচক সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, কর্মসম্পাদন সূচক বিয়োজন বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ ও জিআইইউ এর সম্মতি প্রয়োজন হবে।

জ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংশোধন প্রস্তাব (সম্মতি/ অবহিতকরণ) বিবেচ্য বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগে ও জিআইইউ তে প্রেরণ করতে হবে;

ঝ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংশোধন করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বছরের ৩১ ডিসেম্বরের পরে কোন সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না।

বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন

(Annual Performance Appraisal Report-APAR)

বর্তমানে বাংলাদেশের সরকারি খাতের কর্মকর্তাবৃন্দের মূল্যায়নের জন্য বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (Annual Confidential Report-ACR) পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। বিদ্যমান এ পদ্ধতিটি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সূচনালগ্ন থেকেই প্রচলিত রয়েছে এবং এতে প্রয়োজনীয় সংস্কার হয়ে ওঠেনি। সাধারণভাবে এ পদ্ধতির একটি প্রধান সমালোচনা হলো এর মাধ্যমে কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত কাজের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, বরঞ্চ মূল্যায়নে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার বিষয়ে অনুবেদনকারী কর্মকর্তার সাধারণ মনোভাবের বহি:প্রকাশ ঘটার সুযোগ অত্যন্ত বেশী। ফলে নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণে এ পদ্ধতির সংস্কারের বিষয়টি গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করে।

Performance Appraisal এর ধারণা মূলত ২টি মৌলিক বিষয়ের সমন্বয়:

- সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন (Evaluation) ও
- কর্মকর্তার ভবিষ্যত সম্ভাবনা (Potential) মূল্যায়ন (Evaluation)।

সম্পাদিত কাজের মূল্যায়নের দু'টি অংশ:

- সম্পাদিত কাজের পরিমাণগত ও গুণগত পরিমাপ এবং
- কর্মকর্তার পেশাগত দক্ষতা ও আচরণের (ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ) মূল্যায়ন

কর্মকর্তার ভবিষ্যত সম্ভাবনা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে Appraisal এ দু'টি বিষয়ের প্রতিফলন থাকা আবশ্যক:

- প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক সুপারিশ এবং
- কর্মজীবন পরিকল্পনা তথা কর্মকর্তার বদলী, পদায়ন ইত্যাদি বিষয়ক সুপারিশ

কর্মসম্পাদনের উন্নয়নের তিনটি মূল স্তম্ভ Performance Information System, Performance Evaluation System এবং Performance Incentive System. উক্ত স্তম্ভ তিনটির মধ্যে প্রথম দুইটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) কাঠামোর মধ্যে ইতোমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদে প্রবর্তিত এ পদ্ধতিকে টেকসই ও কার্যকর করতে তৃতীয় স্তম্ভ তথা Performance Incentive System এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে বিদ্যমান বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (ACR) এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন (APR) পর্যালোচনান্তে একটি যুগোপযোগী মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন (Annual Performance Appraisal-APAR) এর একটি মডেল সুপারিশ পূর্বক প্রতিবেদন চূড়ান্ত করেছে।

প্রস্তাবিত বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন (APAR) এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পঞ্জিকাবছর ভিত্তিক মূল্যায়নের পরিবর্তে অর্থবছর ভিত্তিক মূল্যায়ন;

২. APAR এর মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বর সরাসরি কর্মসম্পাদনের পরিমাণগত ও গুণগত মূল্যায়নের জন্য ও অবশিষ্ট ৫০ নম্বর (গোপণীয়) ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও পেশাগত দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত রাখা হয়েছে।

৩. প্রস্তাবিত APAR এ সংক্ষুব্ধ কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গোপনীয় অংশে প্রাপ্ত নম্বরের বিষয়ে আপীল করার সুযোগ;

৪. প্রস্তাবিত APAR এর ফলে একজন কর্মচারীকে তাঁর পারফর্ম্যান্স এর ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় প্রণোদনা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৫. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক Performance Based Evaluation Systems (PBES) এর আওতায় প্রবর্তিত অ্যানুয়াল পারফরম্যান্স রিপোর্টকে ভিত্তি ধরে APAR এর মূল কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। PBES এর ধারণা ও দর্শনগত ভিত্তিটি সমুন্নত রাখা হয়েছে।

৬. কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও বিশেষ যোগ্যতাকে ইতিবাচকভাবে তাঁর কর্মজীবন পরিকল্পনার (ক্যারিয়ারের) সাথে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কর্মকর্তার বিশেষ যোগ্যতা পদায়নের জন্য বিবেচিত হবে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক কনিষ্ঠ কর্মকর্তাকে যথাযোগ্যরূপে গড়ে তোলার (Mentoring) সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৭. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সি.আর. শাখার অনুরূপ বা কাছাকাছি মানের APAR ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালুর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে কর্মকর্তাদের ACR ব্যবস্থাপনা ও ক্যারিয়ার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিদ্যমান শাখা বা ইউনিটের সক্ষমতা বৃদ্ধি বা এজন্য একটি সার্বক্ষণিক নিবেদিত শাখা সৃষ্টি বা দায়িত্ব প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। এ শাখা বা ইউনিট কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত পারফর্ম্যান্স এর সাথে তাঁর ইউনিট ও প্রতিষ্ঠানের APA এ প্রাপ্ত নম্বরের সমন্বয় সাধন করে চূড়ান্তকৃত নম্বরসহ ডোসিয়ারসমূহ সংরক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

৮. কর্মকর্তার কর্মসম্পাদনে দলীয় অর্জনকে গুরুত্ব দেয়ার মানসে সার্বিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পারফর্ম্যান্স এর পাশাপাশি কর্মকর্তার মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ উইং/ দপ্তরের এর কর্মসম্পাদনকেও বিবেচনার সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কনিষ্ঠ-মধ্যম-জ্যেষ্ঠ শ্রেণীতে কর্মচারীগণকে বিন্যস্ত করে কনিষ্ঠ পর্যায়ে ব্যক্তিগত পারফর্ম্যান্সকে অধিকতর গুরুত্ব এবং জ্যেষ্ঠতর পর্যায়সমূহে ক্রমান্বয়ে ইউনিট ও প্রতিষ্ঠানের পারফর্ম্যান্সকে আনুপাতিক হারে অধিকতর গুরুত্ব (weight) দেয়া হয়েছে।

এ শ্রেণীবিন্যাস নিম্নরূপ:

কর্মকর্তার পর্যায় বা লেভেল	বেতন গ্রেড	মন্তব্য
কনিষ্ঠ	৯ম থেকে ৬ষ্ঠ	টাইম স্কেল বা সিলেকশন গ্রেড ব্যতীত
মধ্যম	৫ম থেকে ৩য়	
জ্যেষ্ঠ	২য় থেকে ১ম	

৯. প্রস্তাবিত মূল্যায়ন কাঠামোর অপরিহার্য অংশ হিসেবে এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য একটি সময়সূচি (implementation calendar) সুপারিশ করা হয়েছে। এ সময়সূচিতে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার নিকট এ ফরমটি প্রেরণ, অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা কর্তৃক অনুবেদনকারী কর্মকর্তা বরাবর সেলফ এপ্রেইজাল অংশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন ইত্যাদি সহ চূড়ান্ত মূল্যায়নের সময়সীমা সংক্রান্ত সুপারিশ রয়েছে।

বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন বাস্তবায়ন অগ্রগতি

জিআইইউ কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন (APAR) মডেলটি প্রচলনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশসহ মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জিআইইউ কতৃক প্রেরিত প্রতিবেদনের আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ সভার পাশাপাশি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে APAR -এর খসড়াটি চূড়ান্ত করছে।

২০১৬ - ২০১৭ অর্থবছরে ঈদ-উল-আযহায় নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানির চিত্র

কোরবানি পরবর্তী পরিবেশ দূষণ মোকাবেলা ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী নির্ধারিত স্থানে কোরবানির পশু জবাই এর লক্ষ্যে ঈদ-উল-আযহা ২০১৬ তে ১১টি সিটি কর্পোরেশন ও ৫৪টি জেলা সদর পৌরসভায় মোট ৬২৫১টি স্থান কোরবানির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। সারা দেশের ৮টি বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ বছর সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদর পৌরসভায় মোট ৭,৩৬০৩২ (সাত লক্ষ ছত্রিশ হাজার বত্রিশ) পশু কোরবানি হয়েছে। জনগণ, সরকার নির্ধারিত স্থান ও নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় পশু কোরবানি করেছে। বহুল প্রচারের কারণে রাস্তাঘাটে যত্রতত্র কোরবানি পূর্বের তুলনায় অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে। সারাদেশের আটটি বিভাগের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১১টি সিটি কর্পোরেশন ও ৫৪টি জেলা সদরে সরকার নির্ধারিত স্থান ও বাড়ির আঙ্গিনায় কোরবানি হয়েছে ৭৩.৩ শতাংশ পশু এবং এ সকল স্থান ব্যতীত যত্রতত্র পশু কোরবানির হার ২৬.৭ শতাংশ। দেশের ৮টি বিভাগের সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদর পৌরসভার মোট কোরবানি, নির্ধারিত স্থান ও বাড়ির আঙ্গিনায় কোরবানি এবং যত্রতত্র কোরবানির (সংখ্যা) নিম্নোক্ত চিত্রে দেখানো হলো।

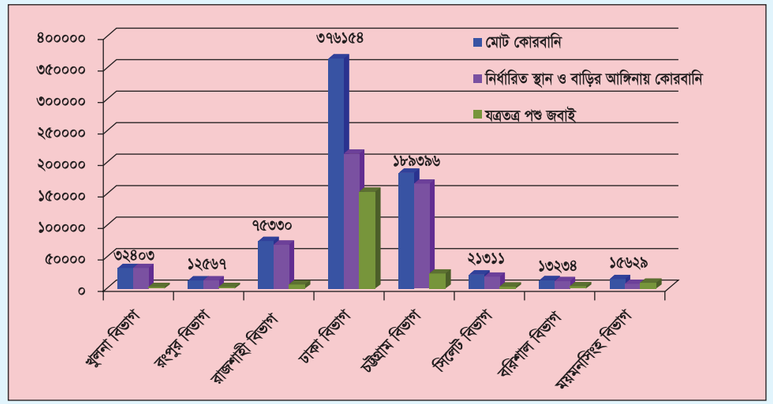

লেখচিত্র ৪: আটটি বিভাগের মোট কোরবানি, নির্ধারিত স্থান ও বাড়ির আঙ্গিনায় কোরবানি এবং যত্রতত্র কোরবানির সংখ্যা

সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদর পৌরসভায় মোট কোরবানি উপযোগী স্থান নির্ধারিত হয়েছিল ৬২৫১টি। এ সকল নির্ধারিত স্থানের মধ্যে পবিত্র ঈদ-উল-আযহায় পশু জবাই হয়েছে মোট ৫৪১৫টি স্থানে। বিস্তারিত চিত্র নিম্নরূপ:

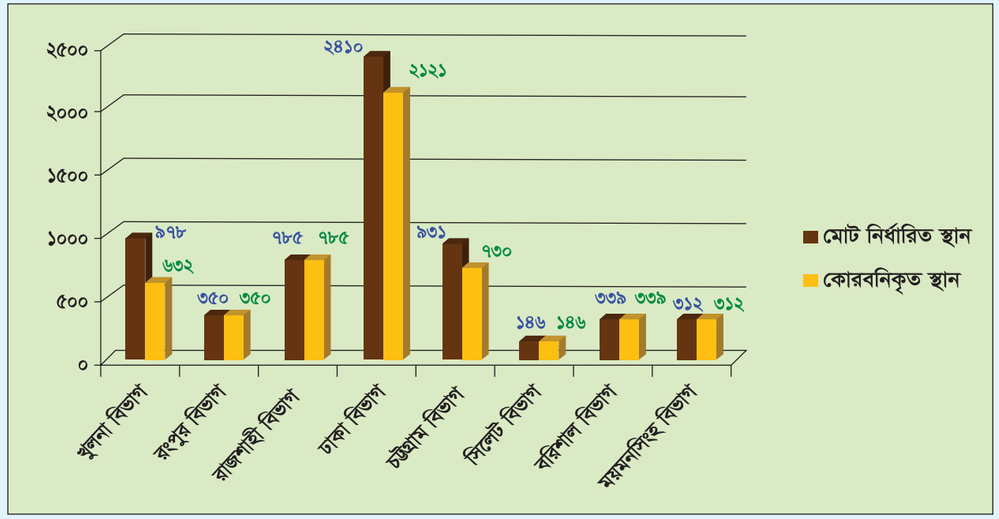

লেখচিত্র ৫: সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পশু জবাইয়ের চিত্র

২০১৬ সালে নির্ধারিত স্থানে কোরবানি বিষয়ক তথ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে উত্থাপিত হলে তিনি নিম্নরূপ অনুশাসন প্রদান করেন, "সমগ্র বাংলাদেশেই ব্যবস্থা নিতে হবে। কসাইদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে পারে"।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এ কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ঈদ-উল-আযহাকে সামনে রেখে জিআইইউ নিম্নরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করে:

- জিআইইউ প্রণীত নমুনা কর্মপরিকল্পনা সকল সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও পৌরসভা মেয়র বরাবর প্রেরণপূর্বক সকল সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও পৌরসভা মেয়রগণের নিকট হতে তাদের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা সংগ্রহ;
- দেশের সকল জেলার প্রস্তুতকৃত কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনান্তে ৬৪টি জেলার এডিসি/ ডিডিএলজিগণকে কর্মপরিকল্পনা কার্যকরীকরণে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- দেশের ৫৪টি জেলা সদর পৌরসভা মেয়র ও সচিবদের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ধর্ম মন্ত্রণালয় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় মসজিদের মওলানাদের মাধ্যমে এ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালানোর লক্ষ্যে ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাথে সভা অনুষ্ঠান;
- নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানি নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন নির্মাণ;
- সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে এ বিষয়ে প্রচারণা নিশ্চিতকরণ এবং জিআইইউ প্রস্তুতকৃত বিজ্ঞাপণের বহুল প্রচারের জন্য সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বিটিভি এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সভা অনুষ্ঠান;
- নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানি নিশ্চিতকরণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর মুখ্য সচিবের ডিও পত্র প্রেরণ;
- ঈদ-উল-আযহায় নিরাপদ মাংস সরবারহের লক্ষ্যে পশুদেহে রাসায়নিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকল্পে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠান ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটরিং।

জাতীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো

National Governance Assessment Framework-NGAF

বর্তমান সরকার বাংলাদেশের উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রমের সুফল প্রাপ্তি অনেকাংশে নির্ভর করবে দেশের সুশাসন গুণগত মানের ওপর। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সকল পরিকল্পনা দলিলে সুশাসন নিশ্চিত করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অর্ন্তভুক্ত করেছে এবং এর আলোকে দেশীয় সূচক (indicator ev index) নির্ধারণ করা হয়েছে।

জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক পৃথিবীর সকল দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা পরিমাপের জন্য নানাবিধ সূচক (indicator ev index) নির্ধারণ করেছে। এ সকল সূচকের মাধ্যমে এ সংস্থাসমূহ বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন, সুশাসন ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এ সংস্থাসমূহ বা দাতা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সূচকের আলোকে বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রকে মূল্যায়ন করা হলে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত চিত্র প্রকাশ পায়না, অথবা রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্জনসমূহ বিবেচনার বাইরে থেকে যায়। বিদ্যমান বাস্তবতায় সুশাসনের (governance) বিভিন্ন শাখায় বাংলাদেশের অর্জনসমূহ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন এবং এর আলোকে ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য একটি স্থানীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো (Indigenous Governance Assessment Framework) প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা জিআইইউ অনুভব করেছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা Millennium Development Goal (MDG) অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে। জাতিসংঘ ইতোমধ্যে ২০১৫ সাল পরবর্তী সময়ের জন্য ১৭টি অভীষ্ট (goal) ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা (target) সম্বলিত Sustainable Development Goal (SDG) প্রস্তাব করেছে। তন্মধ্যে ১৬ নং goal টি (SDG-16) [Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels] সরাসরি সুশাসনের সাথে সম্পর্কিত। MDG অর্জনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে SDG অর্জনেও অগ্রপথিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য এ অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সূচক (indicator) নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরি। এ ধরনের নির্দেশকসমূহ নির্ধারণ এবং তার আলোকে অগ্রগতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে একটি গ্রহণযোগ্য সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সব ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান নীতি নির্ধারণী পরিকল্পনাসমূহ হলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (Five Year Plan), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Perspective Plan) ইত্যাদি। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 'সুশাসন' বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় প্রস্তাবিত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও সুশাসনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই জাতীয় পরিকল্পনা দলিলসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন সম্ভব হলে এ বিষয়ে সরকারি দপ্তরসমূহের পরিকল্পনা যেমন ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে, তেমনি এক্ষেত্রে তাদের অর্জন বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করাও অনেক সহজসাধ্য হবে; যা দীর্ঘমেয়াদে SDG অথবা আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়নের ফলে সরকারের প্রত্যাশিত সুবিধাসমূহ

- সরকার SDG এর আওতায় প্রয়োজনীয় তথ্য/ উপাত্ত তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে সরবরাহ করতে পারবে;
- প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বাস্তবমুখী ও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে;
- সুশাসনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি করতে সক্ষম হবে; এবং
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের আগেই দেশে বিরাজমান সুশাসন সংক্রান্ত অবস্থা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন করতে পারবে এবং প্রয়োজনমাফিক তা ব্যবহার করতে পারবে।

এ যাবৎ গৃহীত কার্যক্রম

সরকারি ও বেসরকারি অঙ্গনসহ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এ ধরণের ফ্রেমওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য এ প্রয়াসে সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি এ বিষয়ক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এ উদ্যোগের anchoring agency'র ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া এ সংক্রান্ত National Working Group এ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা নিম্নরূপ:

- Cabinet Division,
- Bangladesh Bureau of Statistics (BBS),
- Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS),
- BRAC Institute of Governance and Development (BIGD),
- Department of Development Studies, University of Dhaka এবং
- Department of Public Administration, University of Dhaka

এ সকল কার্যক্রমে United Nations Development Program (UNDP), Bangladesh কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। ইতোমধ্যে স্টেকহোল্ডারবৃন্দের সাথে আলোচনা পূর্বক পাঁচটি থিমাটিক এরিয়াসহ একটি Framework তৈরী করা হয়েছে। এ পর্যায়ে Framework এর আলোকে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতকৃত Tool পরীক্ষা করা হয়েছে।

NGAF বিষয়ক ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- মতামতের আলোকে প্রস্তুতকৃত Tool পরিমার্জন;
- সরকারের অনুমোদন গ্রহণ;
- সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহ;
- সংগৃহীত উপাত্ত পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে অবগতকরণ;
- এ গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্বলিত প্রতিবেদনের মূল্যায়ন;
- নিয়মিতভাবে প্রতি অর্থবছরে এ প্রতিবেদন প্রকাশ।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন বিষয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর বিভিন্ন কার্যক্রম

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৩০ এজেন্ডা তথা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর। ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত মেয়াদের বৈশ্বিক এ উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়নে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে। এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের আওতায় ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটির জন্য ইতোমধ্যে lead/ co-lead ও associate মন্ত্রণালয়/ বিভাগ চিহ্নিত করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তিকল্পে ইতোমধ্যেই 'Data Gap Analysis' সম্পন্ন করা হয়েছে। অধিকন্তু, সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন চলমান রয়েছে।

এসডিজি অর্জনে সরকারের উদ্যোগের সূচনালগ্ন থেকেই গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এ সংক্রান্ত নানাবিধ কার্যক্রম, বিশেষত সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের শুরুর দিকে অর্থাৎ ১৭ আগস্ট ২০১৬ Seminar on SDG: Key Policy Priorities and Implementation Challenges for South Asia and Bangladesh শীর্ষক এসডিজি বিষয়ক একটি সেমিনার জিআইইউ কর্তৃক আয়োজিত হয়। এ সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল এসডিজি অর্জনে বিভিন্ন কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও অগ্রাধিকার বিষয়ে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে মতবিনিময়ের একটি ধারাবাহিকতার সূচনা করা। এ সেমিনারে সরকারি-বেসরকারি দপ্তর/ সংস্থা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ১০০ জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন।

এর ধারাবাহিকতায় জিআইইউ পরবর্তীতেও বেশ কিছু সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সিরাজগঞ্জ ও নাটোর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এ ইউনিট মাঠ পর্যায়ে এসডিজি অর্জনে করণীয় বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করে।

এ সকল কর্মশালায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, জন প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে তরুণ নেতৃত্বের ভূমিকা' শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয় যেখানে নবম শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। উক্ত সেমিনারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. গওহর রিজভীর পাশাপাশি ড. জাফর ইকবাল, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা প্রমুখের মতো ব্যক্তিত্ব এসডিজি অর্জনে তরুণদের ভূমিকা বিষয়ে নতুন প্রজন্মের সারথীদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন; আলোকিত এ মানুষদের সংস্পর্শে এসে তরুণ প্রজন্ম এসডিজি অর্জনে তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

এ উদ্যোগ সমূহের পাশাপাশি এসডিজি অর্জনে সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জিআইইউ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ৩০ জন কর্মকর্তার জন্য ৫ দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এ প্রশিক্ষণে উচ্চপদস্থ ও অভিজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দের পাশাপাশি ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, প্রফেসর ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমেদ, প্রফেসর আইনুন নিশাত প্রমুখের মত টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্বগণ তাঁদের অভিজ্ঞতা অংশগ্রহণকারীবৃন্দের নিকট উপস্থাপন করেন। সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য আয়োজিত এসডিজি বিষয়ক এই প্রশিক্ষণ টেকসই উন্নয়নের জন্য সক্ষমতা বিকাশের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারার সূচনা করবে বলে জিআইইউ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

এসডিজি অর্জনের প্রয়াসে জিআইইউ'র সংশ্লেষ শুধুমাত্র সক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এসডিজি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নেও জিআইইউ নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। এসডিজি অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় সঙ্কল্পের অন্যতম বহি:প্রকাশ ঘটেছে এ কার্যালয়ে এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক এর পদ সৃজনের মাধ্যমে। এছাড়া মহাপরিচালক জিআইইউ- কে প্রধান করে VNR Team গঠিত হয়; উক্ত টিমে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তরের প্রতিনিধির পাশাপাশি জিআইইউ'র সকল কর্মকর্তাবৃন্দ কাজ করে আসছে। এ টিম মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) কে এসডিজি'র সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে সাচিবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা প্রদান করে আসছে।

২০১৭ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘের এসডিজি বিষয়ক High Level Political Forum (HLPF) সম্মেলনে অন্যান্য ৪৩টি দেশের মতো বাংলাদেশের Voluntary National Review (VNR) প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য চূড়ান্ত করে জাতিসংঘে প্রেরণ করা হয়।

‘দক্ষতা ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন

গত জানুয়ারি ২০১৫ থেকে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ‘দক্ষতা ব্যবস্থাপনা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ’ শীর্ষক একটি রাজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। এ কর্মসূচির মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত।

কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গ মেয়াদে অর্থবছর অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ নিম্নরূপ:

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	অর্থবছর ভিত্তিক ব্যয় বিন্যাস (লক্ষ টাকা)				মোট (লক্ষ টাকা)
		২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	
রাজস্ব						
৪৮২৭	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	৭.০০	১০.০০	১৫.০০	১০.০০	৪২.০০
৪৮২৯	গবেষণা	১২.০০	৪৮.০০	৫৫.০০	২০.০০	১৩৫.০০
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	১০.০০	৪০.০০	৩৫.০০	২০.০০	১০৫.০০
৪৮৪২	সেমিনার/ কর্মশালা	১০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	২৫.০০	১০০.০০
	মোট রাজস্ব	৩৯.০০	১২৮.০০	১৪০.০০	৭৫.০০	৩৮২.০০
মূলধন						
৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	১.০০	০.০০	৩.০০	৩.০০	৭.০০
৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৬.০০	৩.০০	২.০০	২.০০	১৩.০০
৬৮১৭	কম্পিউটার সফটওয়ার	২.০০	৩.০০	০.০০	০.০০	৫.০০
৬৮১৯	অফিস সরঞ্জাম	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	২০.০০
৬৮২১	আসবাবপত্র	৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩.০০
	মোট মূলধন	১৭.০০	১১.০০	১০.০০	১০.০০	৪৮.০০
	সর্বমোট	**৫৬.০০**	**১৩৯.০০**	**১৫০.০০**	**৮৫.০০**	**৪৩০.০০**

উপরের ছক অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রাজস্ব খাতে ১,৪০,০০০.০০ (এক কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকা এবং মূলধন খাতে ১০,০০,০০০.০০ (দশ লক্ষ) টাকা, সর্বমোট ১,৫০,০০০.০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ ছিলো।

উক্ত কর্মসূচির পরিকল্পনা অনুযায়ী উদ্দেশ্য নিম্নরূপ

১. উদ্ভাবনী চিন্তার প্রসারের মাধ্যমে কাজের সংস্কৃতিতে (work culture) এ পরিবর্তন আনা;

২. সার্ভিস প্রসেস ইনোভেশন এবং সার্ভিস প্রসেস সহজীকরণের জন্য প্রশিক্ষিত দক্ষ সরকারি জনশক্তি প্রস্তুতকরণ;

৩. কেপিআই, পারফরমেন্স কন্ট্রাকটিং, পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে সরকারি দপ্তরসমূহকে প্রস্তুতকরণ, কেপিআই নির্ধারণ, সরকারি সকল দপ্তরে পারফরমেন্স কন্ট্রাকটিং চালুকরণ;

৪. সরকারের উত্তম চর্চা সমূহের বাস্তবায়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এর প্রসার;

৫. উদ্ভাবনী প্রকল্পের/ আইডিয়ার জন্য উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান;

৬. 'সবার আগে নাগরিক' এই আদর্শকে সম্মখে তুলে ধরে, সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি/ সহজীকরণের মাধ্যমে সরকারের 'ভিশন ২০২১' বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখা।

কর্মসূচির পরিকল্পনা অনুযায়ী ফলাফল নির্দেশকসমূহ নিম্নরূপ

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	লক্ষ্যমাত্রা		
		১ম অর্থবছর (২০১৪-১৫)	২য় অর্থবছর (২০১৫-১৬)	৩য় অর্থবছর (২০১৬-১৭)
উদ্ভাবনী মনোবৃত্তি তৈরির মানসে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান	সংখ্যা	৫০০	১৫০০	১০০০
উদ্ভাবনী প্রকল্প/ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	সংখ্যা	২০	২০	২০
উদ্ভাবনী প্রস্তাবনা ও সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষে সেমিনার/ কর্মশালা	সংখ্যা	১০	৩০	৪০
সুশাসন ব্যবস্থাপনায় প্রায়োগিক গবেষণা	সংখ্যা	১	৫	২
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কার্যকরভাবে প্রবর্তন	সংখ্যা	১০টি মন্ত্রণালয়/ সরকারি দপ্তর	সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সংযুক্ত দপ্তর	মন্ত্রণালয়ের/ বিভাগের অধীন সকল সরকারি অফিস
সিটিজেন চার্টার প্রস্তুতকরণ	সংখ্যা	সকল মন্ত্রণালয়	সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সংযুক্ত দপ্তর	সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

উল্লিখিত ফলাফল নির্দেশকসমূহ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার পরিচালনা, গবেষণা সম্পন্নকরণ, উদ্ভাবনী ধারণা ও উত্তম চর্চার বিকাশে পদক্ষেপ গ্রহণ, এ সংক্রান্ত পুস্তিকা ও প্রতিবেদন প্রকাশ ইত্যাদি। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে সন্নিবেশিত হলো:

প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিবরণ

খাত	ব্যয়কৃত অর্থ (লক্ষ টাকা)
কর্মশালা/ সেমিনার	২৬.৬৭০
প্রশিক্ষণ	৮৪.৯৯৯
মোট	**১১১.৬৬৯**

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা সম্পন্ন করার জন্য এ কর্মসূচির 'প্রশিক্ষণ'খাত (কোড-৪৮৪০) এবং 'কর্মশালা/ সেমিনার' খাত (কোড-৪৮৪২) থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। অর্থবছরের প্রারম্ভিক বরাদ্দ অনুযায়ী 'প্রশিক্ষণ' খাতে বরাদ্দ ছিলো ৩৫,০০,০০০.০০ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা এবং 'কর্মশালা/ সেমিনার' খাতেও বরাদ্দ ছিলো ৩৫,০০,০০০.০০ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা। পরবর্তীতে বিভিন্ন খাতের ব্যয় পর্যালোচনাক্রমে সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে পুন: উপযোজনের মাধ্যমে 'প্রশিক্ষণ' খাতে বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয় ৮৫,০০,০০০.০০ (পঁচাশি লক্ষ) টাকা এবং 'কর্মশালা/ সেমিনার' খাতে বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয় ৩০,০০,০০০.০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা।

সমগ্র অর্থবছরে 'প্রশিক্ষণ'খাতে সর্বমোট ব্যয় হয় ২৬,৬৭,০২৩.০০ (ছাব্বিশ লক্ষ চলিশ হাজার একশত আটাশ) টাকা এবং 'কর্মশালা/ সেমিনার' খাতে সর্বমোট ব্যয় হয় ৮৪,৯৯,৮৫৩.০০ (চুরাশি লক্ষ নিরানব্বই হাজার আটশত তিপ্পান্ন) টাকা।

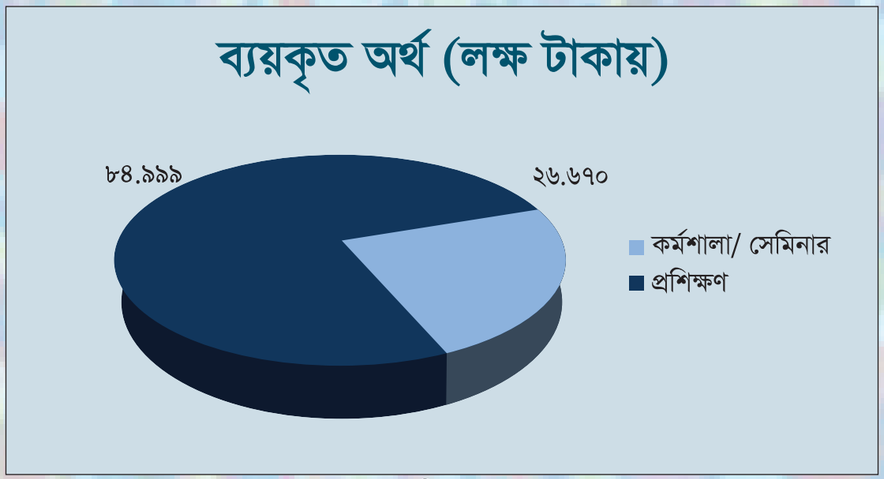

লেখচিত্র ৬

কর্মশালা/ সেমিনার খাত থেকে বিভিন্ন বিষয়ে যে সমস্ত কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হয়, তার একটি সারসংক্ষেপ নিম্নে বিবৃত হলো।

কর্মশালার বিষয়বস্তু	ব্যয়কৃত অর্থ (লক্ষ টাকা)	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)	৪.৪৪	২৫০
স্বাস্থ্যসম্মত পশু কোরবানি	৩.১৬	১৬০
পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট	২.৭৩	৯৫
বাল্যবিবাহ নিরোধ	৪.৩৩	১৯৯
সিটিজেন'স চার্টার	১২.০১	৫০০
মোট	**২৬.৬৭**	**১২০৪**

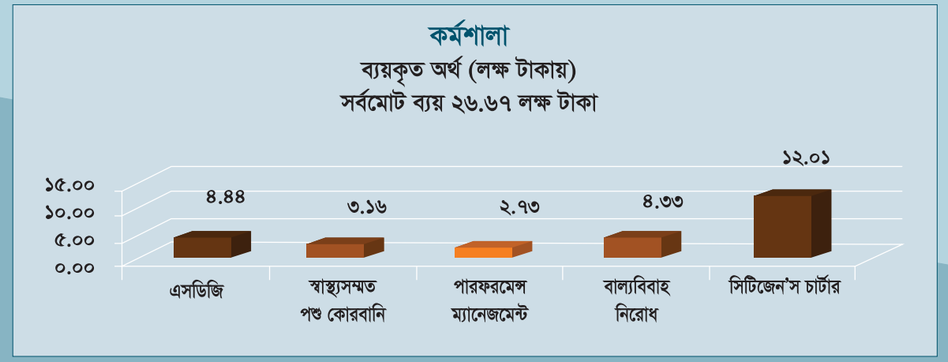

লেখচিত্র ৭

'প্রশিক্ষণ' খাত থেকে যে সকল প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়, তার একটি সার সংক্ষেপ নিম্নে প্রদান করা হলো:

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু	ব্যয়কৃত অর্থ (লক্ষ টাকা)	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
এসডিজি	৩.৪১	১৫০
বাল্যবিবাহ নিরোধ	৭৪.২৬	৪৮৭৪
সিটিজেন'স চার্টার	৩.৪২	১৪০
প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয়	৩.৯২	০
মোট	**৮৪.৯৯৯**	**৫১৬৪**

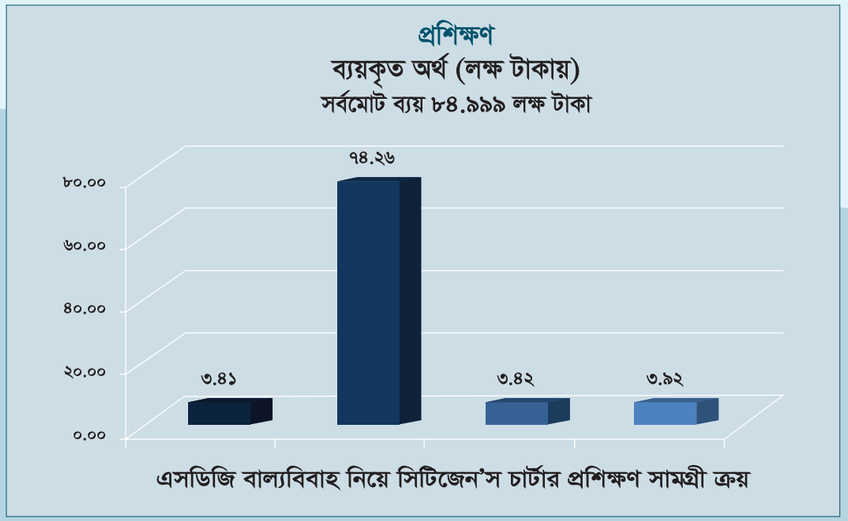

লেখচিত্র ৮

এ দু'টি খাতে ব্যয় নির্বাহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কর্মশালা/ সেমিনার খাতে ২৬.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ১২০৪ জন অংশগ্রহণকারীকে কর্মশালার আওতায় দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে জনপ্রতি সরকারি কোষাগার থেকে ব্যয় মাত্র ২,২১৫.০০ (দুই হাজার দুইশত পনের) টাকা। উল্লেখ্য, এ ব্যয়ের মধ্যে ভ্যাট ও আয়কর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একইভাবে প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয় পর্যালোচনায় লক্ষণীয় ৮৪.৯৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (৩.৯২ লক্ষ টাকা প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করা হয়েছে) মোট ৫,১৬৪ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জনপ্রতি সরকারি কোষাগার থেকে ভ্যাট ও আয়কর সহ ১,৬৪৬.০০ (এক হাজার ছয়শত ছেচল্লিশ) টাকা ব্যয় হয়েছে।

সর্বোপরি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে (২৬.৬৭ + ৮৪.৯৯৯) = ১১১.৬৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (১১৯৫+৫১৬৪) = ৬৩৫৯ জন অংশগ্রহণকারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা/ সেমিনারের আওতায় দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যাতে জনপ্রতি ব্যয় মাত্র ১,৭৫৪.০০ (এক হাজার সাতশত চুয়ান্ন) টাকা।

গবেষণা কার্যক্রমের বিবরণ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লিখিত কর্মসূচির 'গবেষণা' খাতে প্রাথমিক বরাদ্দ ছিলো ৫৫,০০,০০০.০০ (আটচল্লিশ লক্ষ) টাকা। পরবর্তীতে কর্মপরিকল্পনা পুন: নির্ধারণের প্রেক্ষিতে পুন: উপযোজনের মাধ্যমে এ খাতে বরাদ্দ নির্ধারিত হয় ১০,০০,০০০.০০ (দশ লক্ষ) টাকা। উক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সহযোগিতায় মাঠ পর্যায়ে সিটিজেন'স চার্টার প্রবর্তনের ফলে সৃষ্ট অভিঘাত পর্যালোচনার লক্ষ্যে একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। উক্ত গবেষণার শিরোনাম Citizen's Charter: An assessment as a tool for effective service delivery in field administration.

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সংস্কারমূলক সুপারিশসমূহ

সুশাসন নিশ্চিতকরণে সংস্কার সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ জিআইইউ এর কর্মপরিধির অন্যতম প্রধান কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পূর্ববর্তী সময়ের ধারাবাহিকতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও জিআইইউ বেশ কিছু সংস্কারমূলক প্রস্তাব সুপারিশ আকারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ করে। এ প্রস্তাবসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রস্তাব নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

১. সংস্কার ব্যবস্থাপনা ইউনিট (Reform Management Unit)

সৃজন সংক্রান্ত প্রস্তাব

সময়ের অগ্রগতির সাথে বহুমাত্রিক পরিবর্তনের সাথে সরকারকে সার্বক্ষণিক খাপ খাওয়াতে হচ্ছে। এ পরিবর্তনের অন্যতম অনুসঙ্গ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), ইস্তাম্বুল প্ল্যান অব একশন ইত্যাদি। অভিনব ধরনের এ সমস্ত উন্নয়ন এজেন্ডার পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্কারমূলক/ সৃজনশীল কাজ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy-NIS), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System-GRS) ইত্যাদি বাস্তবায়নে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/ বিভাগে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়। তারা নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে এ কাজসমূহ সম্পাদন করে থাকেন; ফলে এ কাজগুলো অনেক সময় যথাযথ গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়িত হয় না। তাছাড়া এ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বদলি হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যের (Institutional Memory) ঘাটতি হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ এ কার্যক্রমে বিঘ্নিত হয়। এছাড়া আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলে জনসাধারণের চাহিদা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান এ চাহিদা পূরণে কার্যকর সামর্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে গবেষণা, তথ্য বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিত্য নতুন সংস্কার সম্ভাবনা অন্বেষণের কোন বিকল্প নেই। বর্তমানে এরূপ গবেষণাধর্মী কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো মন্ত্রণালয়/ বিভাগে বিদ্যমান নেই। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবর্তনের সঙ্গে কার্যকরভাবে সরকারের সামর্থ্য অর্জনে যথাযথ ও চাহিদা ভিত্তিক এবং সৃজনশীল কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

এ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশেষায়িত কার্যক্রম পরিচালনা করার স্বার্থে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগে সৃজনশীল (Creative) ও উদ্ভাবনী (Innovative) এবং সংস্কার কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং পরিবর্তনের এজেন্ট (Change Agent) হিসেবে নির্দিষ্টভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারের সামর্থ্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে জিআইইউ প্রতিটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগে একটি সংস্কার ব্যবস্থাপনা ইউনিট (Reform Management Unit) সৃজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি ইউনিট সৃজনের একটি প্রস্তাব জিআইইউ থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয় (০৩.০৯২.০০২.০০.০০.০১৩.২০১৬-১০৪; তারিখ: ১৪.০৩.২০১৭)। এ ইউনিটের অধীন দুটি টিম গঠনের প্রস্তাব প্রদান করা হয়েছে - ১) নীতি ও কাঠামোগত সংস্কার টিম (Policy and Structural Reform Team), ও ২) আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী ব্যবস্থাপনা টিম (Global Issues Management Team)।

২. সরকারি দপ্তরে সংরক্ষিত তথ্য সেবাগ্রহীতার নিকট থেকে না চাওয়া সংক্রান্ত সুপারিশ

সেবা প্রক্রিয়া সহজকরণে গবেষণামূলক প্রয়াসের ফলে জিআইইউ-এর দৃষ্টিগোচর হয় যে, সরকারি দপ্তরসমূহে রক্ষিত আছে, এমন তথ্য/ দলিল অনেক ক্ষেত্রেই সেবাগ্রহীতাদের নিকট থেকে চাওয়া হয়। এর ফলে সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ নাগরিক ভোগান্তির শিকার হন অথবা সেবা গ্রহণ দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। এটি অত্যন্ত যৌক্তিক যে, কোন সরকারি দপ্তরের নিকট যে তথ্য/ দলিল সংরক্ষিত আছে অথবা অনলাইনে অন্য সরকারি দপ্তর থেকে যাচাই করা সম্ভব, কোন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার নিকট থেকে

তা পুনরায় না চেয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংরক্ষিত দলিল থেকেই (অথবা অনলাইনের মাধ্যমে) তা যাচাইপূর্বক চাহিত সেবা প্রদান করবে। এ প্রস্তাবটির যথাযথতা বিবেচনায় এ বিষয়ে জিআইইউ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বরাবর একটি পত্র (০৩.০৯২.০০.০০.০৩৪ (অংশ ৩).২০১৪-৫৫২, তারিখ: ২০.০৯.২০১৬) প্রেরণ করে। এ পত্রে নিম্নোক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়:

> *"কোন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সরকারি দপ্তর/ সংস্থা/ অধস্তন অফিসে পাবলিক ডকুমেন্ট হিসেবে যে সকল কাগজপত্র সংরক্ষিত থাকে এবং online এ অপর সরকারি অফিস থেকে যে সকল কাগজপত্র যাচাই করা সম্ভব, তা সেবা গ্রহণকারীর নিকট থেকে চাওয়া যাবেনা।"*

এ সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ বরাবর এ বিষয়টি অনুসরণ করার জন্য এবং আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থাকে নির্দেশ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্র (০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০০১.১৫.২৮২, তারিখ: ২১.১১.২০১৬) জারি করেছে।

৩. জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে পাক্ষিক/ মাসিক রিপোর্ট অনলাইনে প্রেরণ সংক্রান্ত সুপারিশ

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রতিমাসে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়সহ বেশ কিছু মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন পাঠাতে হয়। ডাকযোগে বা জরুরি প্রয়োজনে বাহক মারফত এ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হয়, যা সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। এ সকল প্রতিবেদনের হার্ড কপি সংকলন করতেও সময়ের পাশাপাশি অন্যান্য সম্পদ ব্যয় করতে হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সমূহ বেশ কয়েকবছর যাবৎ a2i প্রকল্প ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহায়তায় ইলেক্ট্রনিক নথির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া জাতীয় তথ্য বাতায়নের আওতায় সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ওয়েবসাইট রয়েছে। কাজেই জেলা প্রশাসকবৃন্দ গোপনীয় পাক্ষিক প্রতিবেদন ব্যতীত অন্য সকল পাক্ষিক/ মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোড করতে পারেন অথবা ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ করতে পারেন। এর ফলে একদিকে যেমন সময় ও ব্যয় সাশ্রয় করা সম্ভব হবে, অপরদিকে জেলা প্রশাসনের তথ্য প্রযুক্তির সক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জিআইইউ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বরাবর একটি পত্র (০৩.০৯২.০০.০০.০৩৪ (অংশ ৩).২০১৪-৬৩৫, তারিখ: ১৪.১১.২০১৬) প্রেরণ করে। উক্ত পত্রে নিম্নোক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়:

> *"গোপনীয় পাক্ষিক প্রতিবেদন ব্যতীত অন্যান্য পাক্ষিক/ মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করবে অথবা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ই-মেইলযোগে প্রেরণ করবে। কোন হার্ড কপি প্রেরণ করা হবে না।"*

এ সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর এ সংক্রান্ত একটি পত্র (০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০০১.১৫.৩০৫, তারিখ: ১৫.১২.২০১৬) জারি করে। উক্ত পত্রে এই মর্মে নির্দেশনা জারি করা হয় যে, "বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে পাক্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট ব্যতীত অন্যান্য পাক্ষিক/ মাসিক রিপোর্টসমূহ স্বীয় কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করতে হবে এবং নির্ধারিত ইমেইলে মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। কোন হার্ড কপি প্রেরণ করা যাবেনা।"

৪. বিএমএ প্রশিক্ষণ কোর্সে পুরুষ কর্মকর্তার পাশাপাশি মহিলা কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান সংক্রান্ত সুপারিশ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ইনোভেশন টিমের ২৩তম সভায় জিআইইউ'র পক্ষ থেকে 'বিসিএস ক্যাডারভুক্ত নারী কর্মকর্তাদের জন্য বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমিতে বেসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ' সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। উক্ত প্রস্তাবের বিষয়ে এই মর্মে আলোচনা হয় যে, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত নবীন পুরুষ কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমিতে ৪২ দিন মেয়াদী একটি মৌলিক (বিএমএ প্রশিক্ষণ) পেয়ে

থাকেন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ পুরুষ কর্মকর্তাগণের জন্য বাধ্যতামূলক, কিন্তু একই ক্যাডারভুক্ত নারী কর্মকর্তাগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মহিলারা নিয়মিত কমিশন র‍্যাঙ্কে প্রবেশ করছেন। এছাড়া বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারেও দীর্ঘদিন যাবৎ মহিলা কর্মকর্তাগণ প্রবেশ করছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের মহিলা কর্মকর্তাগণ বিএমএ প্রশিক্ষণের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী ও শ্রমসাধ্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে থাকেন। কাজেই বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নবীন মহিলা কর্মকর্তাগণকে বিএমএ প্রশিক্ষণ থেকে বিরত রাখার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে প্রতীয়মান হয়না। অধিকন্তু, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে ক্রমান্বয়ে মহিলা কর্মকর্তাবৃন্দের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যই মহিলা কর্মকর্তাদের বিএমএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।

উপর্যুক্ত আলোচনার যৌক্তিকতা বিবেচনায় জিআইইউ এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর একটি পত্র (০৩.০৯২.০০.০০.০৩৪ (অংশ ৩).২০১৪-৬৩৬, তারিখ: ১৪.১১.২০১৬) প্রেরণ করে। উক্ত পত্রে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত নবীন নারী কর্মকর্তাগণকে বিএমএ প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।

এ সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিসিএস ও বিজেএস মিলিটারী ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং (বিএমএ) প্রশিক্ষণ কোর্সে পুরুষ কর্মকর্তাগণের পাশাপাশি মহিলা কর্মকর্তাগণকে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বরাবর একটি পত্র (০৫.২০১.০০০০.০২৫.০১৭.২০১৪-২৯৯, তারিখ: ০৭-০৮-২০১৬) প্রেরণ করে। পরবর্তীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জিআইইউ কে আরেকটি পত্রের মাধ্যমে (০৫.২০১.০০০০.০২৫.০১৭.২০১৪-৩১, তারিখ: ১৬-০১-২০১৭) এ বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করে। উক্ত পত্র মারফত জানা যায় যে, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ উল্লিখিত সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করে পরবর্তীতে অনুষ্ঠেয় বিসিএস ও বিজেএস মিলিটারী ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং (বিএমএ) প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রাথমিকভাবে ১০ (দশ) জন করে মহিলা কর্মকর্তাকে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করবেন মর্মে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছে। এর ধারাবাহিকতায় ৬৯ তম বিএমএ কোর্সে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৭ জন এবং বিসিএস (আনসার) ক্যাডারের ৩ জন নারী কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত প্রশিক্ষণ গত ৫ মার্চ ২০১৭ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে।

৫. বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের চাকুরি স্থায়ীকরণ প্রক্রিয়া সহজকরণ সংক্রান্ত সুপারিশ

বর্তমানে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাকে চাকুরী স্থায়ীকরণের জন্য
নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হয়:

১. ০২ (দুই) বছর পূর্তিতে আবেদন;

২. বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণপত্র (গেজেটের সত্যায়িত কপি);

৩. বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ সনদের সত্যায়িত কপি;

৪. ট্রেজারি প্রশিক্ষণ সনদের সত্যায়িত কপি;

৫. কেস নথি টিকা টিপ্পনী সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত-করণ সনদের সত্যায়িত কপি;

৬. On the Job Training সমাপনী সনদ;

৭. নিয়োগ প্রজ্ঞাপনের সত্যায়িত অনুলিপি;

৮. পরিচিতি নম্বর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের সত্যায়িত অনুলিপি;

৯. সকল শিক্ষাগত সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি;

১০. বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ন্যস্তকরণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের সত্যায়িত অনুলিপি;

১১. বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন প্রেরণের সত্যায়িত অনুলিপি।

উপরে যে সকল কাগজপত্রের উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে ক্রমিক ৭, ৮ ও ১০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত। এছাড়া ক্রমিক ২, ৩ ও ৫ এর তথ্য প্রশাসনিকভাবেই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অবগত। অথচ চাকুরি স্থায়ীকরণ প্রত্যাশী প্রত্যেক কর্মকর্তার কাছ থেকে এ ধরনের তথ্য চেয়ে সকলের কাজের এবং মন্ত্রণালয়ে কাগজপত্রের বোঝা বৃদ্ধি করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২১ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে জারীকৃত স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০০১.১৫.২৮২ অনুযায়ী যে সকল কাগজপত্র কোন অফিসের কাছে থাকবে বা অনলাইনে যাচাই করা যাবে সেগুলো সেবাগ্রহীতার নিকট থেকে চাওয়া যাবেনা। এমতাবস্থায় উলিখিত ক্রমিক ২, ৩, ৫, ৭, ৮ ও ১০ এ বর্ণিত কাগজপত্র আবেদনকারীর নিকট থেকে না নিয়ে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের চাকুরী স্থায়ীকরণের সেবাটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সহজ করতে পারে মর্মে একটি সুপারিশ জিআইইউ থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

৬. পার্বত্য, দুর্গম এবং নবসৃষ্ট উপজেলায় কর্মকর্তা পদায়নে আমব্রেলা নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত সুপারিশ

দেশের সকল এলাকার উন্নয়নে সমতা আনয়নের জন্য অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ এলাকা বেশি গুরুত্ব পাবে এটিই স্বাভাবিক। সরকার শিল্প নীতিসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক পলিসিতে অনুন্নত এলাকায় বিনিয়োগ আকর্ষণে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের একটি অন্যতম থিম হচ্ছে 'To leave no one behind'। শুধুমাত্র শিল্প বা অর্থনৈতিক পলিসি নয় এ থিম অর্জনে সরকারের সকল কার্যক্রমে অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ এলাকার অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা দরকার। এজন্য পার্বত্য, দুর্গম ও নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহে পেশাগত দক্ষ, মেধাবী, উদ্যমী কর্মকর্তা পদায়ন আবশ্যক। অথচ পার্বত্য এলাকা বা কোন দুর্গম এলাকায় কোন কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা উপজেলার অন্য কোন বিভাগীয় পদে পদায়ন করা হলে সেগুলো জনস্বার্থে কর্মকর্তা বদলীর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় না দেখে কোন প্রশাসনিক বা শাস্তিমূলক পদায়ন (Punishment Posting) হিসেবে দেখার একটি প্রবণতা জনসাধারণ ও কর্মকর্তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বাস্তবে Punishment Posting বলতে কিছু না থাকলেও এরূপ ধারণা নিঃসন্দেহে কর্মকর্তাদের মনে এবং দাপ্তরিক কর্মকান্ডে প্রভাব ফেলে, যা কোনভাবেই কাম্য নয়। সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোর মঙ্গল তথা কর্মকর্তাদের নিকট থেকে কাঙ্ক্ষিত সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকলের মন থেকে এ ভুল ধারণার অবসান ঘটানোর জন্যে নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ পর্যালোচনান্তে উল্লিখিত এলাকায় কর্মকর্তা পদায়নের জন্য একটি আমব্রেলা নীতিমালা প্রণয়নের অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয় (০৩.০৯২.০১৬.০০.০০.০৩৪ (অংশ ৪).২০১৪-১৫৫; তারিখ: ১০.০৪.২০১৭):

১. পার্বত্য, দুর্গম ও নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহে তুনামূলকভাবে দক্ষ, মেধাবী, উদ্যোগী কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হয়ে থাকে মর্মে ধারণা তৈরি করা;

২. পার্বত্য, দুর্গম ও নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহের শূন্যপদ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করা;

৩. পার্বত্য, দুর্গম ও নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহের কোন পদ শূন্য রেখে অন্য এলাকার সমপর্যায়ের পদ পূরণ করাকে পদায়নকারী কর্মকর্তার অদক্ষতা হিসাবে গণ্য করা;

৪. প্রশাসনিক প্রয়োজনে বা স্থানীয় কোন সমস্যাকে প্রশমিত করার জন্য ক্রমিক ১ এ উল্লিখিত স্থানের বাইরের কোন কর্মস্থল থেকে কোন কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার বা বদলি করতে হলে তাকে কোনক্রমেই এ ধরনের স্থানে বদলি/ পোষ্টিং না দেয়া;

৫. পার্বত্য এলাকার ন্যায় সমতলের দুর্গম ও নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তাদের বিশেষ ভাতা ও ভ্রমণভাতা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা;

৬. এ ধরনের উপজেলাসমূহে পদায়নের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের কর্মকালের মেয়াদ ২ (দুই) বছর নির্ধারণ করা;

৭. এ সকল স্থানে কর্মরত থাকাকালে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/ সংস্থার কর্তৃত্বে কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে প্রত্যেক কর্মকর্তাকে ১ বার বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ নিশ্চিত করা অথবা মন্ত্রণালয়/ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থার বিদেশগামী কোন দলে মনোনয়ন প্রদানের মাধ্যমে একবার বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা;

৮. একবার কোন কর্মকর্তা এ ধরনের এলাকায় পূর্ণ মেয়াদ দায়িত্ব পালন করলে তার সম্মতি ব্যতিরেকে কোন পার্বত্য বা দুর্গম এলাকায় পুনরায় পোষ্টিং না দেয়ার বিধান রাখা;

৯. এ সকল স্থানে কর্মরত কর্মকর্তাদের সন্তানদের শিক্ষার প্রয়োজনে কর্মস্থলের বাইরে সরকারি স্কুল কলেজে ভর্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা;

১০. পার্বত্য এলাকা, দুর্গম ও নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহে পোষ্টিং প্রাপ্তিতে Prize Posting হিসেবে পরিগণিত করার জন্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থার আচরণে পরিবর্তন আনয়ন।

৭. দুর্গম এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদায়নে বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত সুপারিশ

শুধুমাত্র পার্বত্য জেলাই নয়, চরাঞ্চল, বিল ও হাওর এলাকাও দুর্গম এলাকার মধ্যে পড়ে। এ সকল এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বেশীরভাগ সময় শিক্ষক সংকটের কারণে পাঠদানে বিঘ্ন ঘটে। শিক্ষক পদায়ন করা হলেও তারা সেখানে যেতে চায় না। কোনক্রমে দুর্গম এলাকার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানে বাধ্য হলেও সুবিধাজনক স্থানে বদলির জন্য তদবির করেন। ফলে দুর্গম এলাকা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে। এ সকল এলাকার শিক্ষার হার ও মানকে উন্নত এলাকার পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য নিরবছিন্নভাবে শিক্ষকদের অবস্থান নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ সকল বিষয় বিবেচনায় পার্বত্য এলাকাসহ চরাঞ্চল, বিল ও হাওরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পদায়নের বেলায় নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করার প্রস্তাব করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর একটি সুপারিশ প্রেরণ জিআইইউ থেকে প্রেরণ করা হয় (স্মারক নং-০৩.০৯২.০১৬.০০.০০.০৩৪ (অংশ ৪).২০১৪-২০৪; তারিখ: ০৯.০৫.২০১৭):

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পদায়নের জন্য দুর্গম এলাকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ;

২. দুর্গম এলাকায় ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবাসিক সুবিধা রাখা;

৩. সংশ্লিষ্ট উপজেলায় কর্মরত সকল শিক্ষককে পর্যায়ক্রমে দুর্গম এলাকায় পদায়ন করা। পর্যায় বা সিরিয়াল ভেঙ্গে কোন শিক্ষককে দুর্গম এলাকায় পদায়ন না করা। জ্যেষ্ঠতা বা কনিষ্ঠতা যে কোন ভিত্তিতে এ ক্রম নির্ধারণ করা যেতে পারে;

৪. যে সকল উপজেলার সকল এলাকাই দুর্গম সে সকল উপজেলায় দুর্গমতার মাত্রানুসারে বিদ্যালয়গুলোর ক্রম নির্ধারণ করা;

৫. দুর্গম এলাকায় কোন শিক্ষক তার ৩ বছর কার্যক্রম পূর্ণ করার পর তার পছন্দমত সংশ্লিষ্ট উপজেলার ৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পদ খালি থাকা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদায়ন করা;

৬. দুর্গম এলাকা বিবেচনায় ভাতার প্রচলন করা;

৭. দুর্গম এলাকায় কর্মরত শিক্ষকদের দেশে/ বিদেশে প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার দেয়া;

৮. অদক্ষতা, অযোগ্যতা বা লুক্কায়িত কোন কারণকে প্রশাসনিক কারণ দেখিয়ে কোন শিক্ষককে দুর্গম এলাকায় বদলি না করা।

৮. পার্বত্য এলাকায় স্বাতন্ত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নপূর্বক বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তিকরণ সংক্রান্ত সুপারিশ

দেশের ৩টি পার্বত্য জেলার ভাষা, সংস্কৃতি, স্থানীয় সরকার, ভূমি ব্যবস্থাপনা, জীবনযাপন দেশের অন্য জেলাগুলো হতে আলাদা। প্রজাতন্ত্রের সকল বেসামরিক কর্মকর্তার এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বিশেষভাবে পার্বত্য জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক ধ্যান-ধারণা না থাকায় একজন কর্মকর্তাকে যখন চাকরির ক্ষেত্রে প্রথম সেখানে পদায়ন করা হয়, তিনি সে বিষয়গুলোর সাথে খাপ-খাইয়ে নিতে এবং ধারণা লাভে বেশকিছু সময় ব্যয় করেন। ফলে কাজকর্মে, প্রশাসনিক গতিশীলতায় বিঘ্ন ঘটে। এ সমস্যা সমাধানে পার্বত্য জেলার ভাষা, সংস্কৃতি, স্থানীয় সরকার, ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি মডিউল প্রণয়নপূর্বক বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের কারিকুলামে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করা হয় (স্মারক নং-০৩.০৯২.০১৬.০০.০০.০৩৪ (অংশ-৪).২০১৪-১৪৫; তারিখ: ০৫.০৪.২০১৭)।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

পূর্ববর্তী বছরের ধারাবাহিকতায় জিআইইউ নাগরিক সেবা সহজকরণ ও সুশাসন সুদৃঢ়করণে উদ্ভাবনী প্রয়াস অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনার সার-সংক্ষেপ বর্ণিত হল:

১. সিটিজেন্স চার্টার বিষয়ক গবেষণা

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সহযোগিতায় মাঠ পর্যায়ে সিটিজেন'স চার্টার প্রবর্তনের ফলে সৃষ্ট অভিঘাত পর্যালোচনার লক্ষ্যে Citizen's Charter: An assessment as a tool for effective service delivery in field administration শিরোনামীয় একটি গবেষণা শুরু করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও উক্ত গবেষণা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য জিআইইউ আর্থিক ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করবে।

২. ন্যাশনাল গভর্নেন্স এসেসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক বিষয়ক গবেষণা

বাংলাদেশে সুশাসন সুদৃঢ়করণের অন্যতম প্রয়াস হিসেবে ইতোমধ্যে দেশীয় সূচক সম্বলিত একটি জাতীয় সুশাসন মূল্যায়ন কাঠামো (National Governance Assessment Framework-NGAF) প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি ইউএনডিপি, বাংলাদেশের সহযোগিতায় কাজ করে আসছে, যার ফলে একটি খসড়া মূল্যায়ন কাঠামো প্রণীত হয়েছে। উক্ত মূল্যায়ন কাঠামোর মাধ্যমে দেশে সুশাসনের বিদ্যমান অবস্থা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে একটি গবেষণা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য জিআইইউ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৩. সংস্কারধর্মী/ উদ্ভাবনী প্রয়াস চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে গবেষণা

জিআইইউ এর দাপ্তরিক কর্মপরিধির অংশ হিসেবেই বিভিন্ন সরকারি দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা প্রক্রিয়া সহজকরণ, উদ্ভাবনী প্রয়াস/ সংস্কারের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, সর্বোপরি সুশাসন নিশ্চিতকরণে গবেষণাধর্মী কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জিআইইউ কর্তৃক সুপারিশকৃত বিভিন্ন উদ্ভাবনী/ সংস্কারমূলক সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা প্রদান করবে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি পদ্ধতিকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে জিআইইউ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাকে সহযোগিতা করবে।

৪. জিআইইউ-এর দীর্ঘমেয়াদি কৌশলপত্র প্রণয়ন

২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে জিআইইউ অপেক্ষাকৃত নতুন একটি সংস্থা হিসেবে প্রধানত স্বল্পমেয়াদি কর্মপরিকল্পনার আলোকে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সংস্থা হিসেবে পূর্বের তুলনায় অনেক পরিণত হয়ে উঠার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিআইইউ একটি ৫ বছর মেয়াদি কৌশলপত্র (Strategic Plan) প্রণয়ন করবে যার আলোকে পরবর্তী বছরগুলোতে জিআইইউ'র কর্মকান্ড আরো পরিকল্পিতভাবে সম্পাদিত হবে বলে আশা করা যায়।

৫. বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন বিষয়ক কার্যক্রম

বিদ্যমান বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন পদ্ধতিকে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন করে বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদন পদ্ধতি প্রবর্তন বিষয়ে জিআইইউ'র প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন সাপেক্ষে এ বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম জিআইইউ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদন করবে।

৬. এসডিজি বিষয়ক কার্যক্রম

পূর্ববর্তী সময়ের ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও জিআইইউ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি, এসডিজির স্থানীয়করণ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার পাশাপাশি Voluntary National Review (VNR) প্রতিবেদন প্রস্তুতসহ এসডিজি ওয়ার্কিং টিমের আওতায় বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখবে।

৭. বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাল্যবিবাহ নিরোধে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জিআইইউ বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল এর সহযোগিতায় বরিশাল বিভাগের আওতাধীন সকল জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করবে। এর ধারাবাহিকতায় জিআইইউ বরিশাল বিভাগের আওতাধীন সকল উপজেলায় বিবাহ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণ আয়োজন করবে।

৮. নির্ধারিত স্থানে কোরবানির পশু জবাই করণ বিষয়ক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও ঈদ-উল-আযহা পরবর্তী পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে জিআইইউ সমগ্র বাংলাদেশে নির্ধারিত স্থানে কোরবানির পশু জবাই নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। এর ধারাবাহিকতায় সমগ্র বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ তাদের প্রণীত কর্মপরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে জিআইইউ সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে।

৯. এসডিজি বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ

জিআইইউ কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম অধিকতর ব্যাপ্তিতে সম্পন্ন করা ও এসডিজি বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্প প্রস্তাবের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরুর জন্য জিআইইউ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। খসড়া প্রকল্পের অন্যতম অংশ হিসেবে 'শেখ হাসিনা ফেলোশিপ' প্রবর্তনের সুযোগ রাখা হয়েছে যার আওতায় প্রধানত সরকারি কর্মকর্তা ও ক্ষেত্রবিশেষে বেসরকারি পেশাজীবিরা এসডিজির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রীর পাশাপাশি ডিপ্লোমা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের প্রকাশনা

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হ্যান্ডবুক

সদাচার সংকলন ২০১৪

সদাচার সংকলন ২০১৬

উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ পুস্তিকা ১ম সংস্করণ

উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ পুস্তিকা ২য় সংস্করণ

জিআইইউ ব্রশিয়ার ২০১৬

জিআইইউ স্ট্রাটেজি প্লান

জিআইইউ ব্রশিয়ার (ইংরেজি)

জিআইইউ ব্রশিয়ার ২০১৩

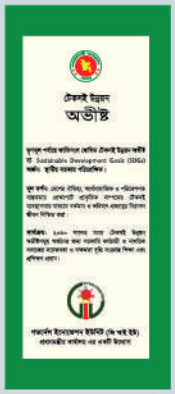

এসডিজি ব্রশিয়ার

কাইটোসান লিফলেট

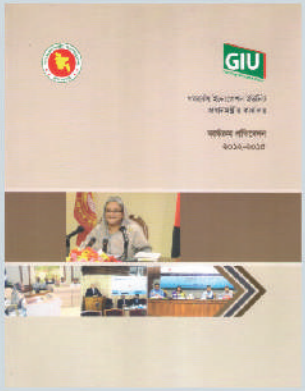

কার্যক্রম প্রতিবেদন ২০১২-২০১৫

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

www.giupmo.gov.bd